মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

মাঃ লঃ প্রঃ সার্কুলার নং-০২
সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

তারিখ ঃ ২ শ্রাবণ, ১৪০৯ / ১৭ জুলাই, ২০০২

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর বিধানসমূহ পরিপালনে অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী।

প্রিয় মহোদয়গণ,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের ১৮/০৫/২০০২ তারিখের ১ নং মাঃলঃপ্রঃ সার্কুলারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

০২। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর বিধানসমূহ যথাযথ পরিপালনের নিমিত্ত উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণের জন্য জারী করা হইল ঃ-

ক) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৯(১)(ক) এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের পরিচয়ের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করিবে। হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো অনুরোধে অর্থ প্রেরণের জন্য কোন ড্রাফট/টিটি/এমটি ইস্যুর ক্ষেত্রেও অনুরোধকারী পক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানার সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে। এতদ্‌বিষয়ে অনুসরণীয় বিশদতর নির্দেশনাবলী পরিশিষ্ট 'ক'-তে দ্রষ্টব্য।

খ) প্রতিটি হিসাবের লেনদেনের হালনাগাদ সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৯(১)(ক) অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহাদের গ্রাহকের হিসাবের লেনদেন বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে উক্তরূপ বন্ধ হওয়ার দিন হইতে অন্যূন পাঁচ বৎসরকাল বিগত সময়ের লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করিবে। হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো অনুরোধে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অর্থ প্রেরণের তারিখ হইতে অন্যূন পাঁচ বৎসরকাল সংরক্ষণ করিবে।

গ) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৯ এর যথাযথ পরিপালনার্থে প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট' (Central Compliance Unit) এবং শাখা পর্যায়ে পরিপালন কর্মকর্তা মনোনয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের কর্মপরিধি ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল (Strategy) ও কার্যসূচী (program) নির্ধারণ করিবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট শাখাসমূহের অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী প্রদান করিবে; এই নির্দেশনাবলী মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ দৃষ্টিকোণ হইতে লেনদেন পরিবীক্ষণ, অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ (internal controls), নীতি (policies) ও পদ্ধতিসমূহের (procedures) সমন্বয়ে প্রণীত হইবে।

ঘ) অস্বাভাবিক লেনদেন সনাক্তকরণ ও পরিবীক্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের হিসাবের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (transaction profile) সম্পর্কে গ্রাহকের ঘোষণা সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষণ করিবে। ঘোষিত লেনদেনের মাত্রার সংগে সংগতিহীন লেনদেন সাধারণভাবে অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচ্য হইবে, যদি গ্রাহকের সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধানে যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়।

ঙ) দৈনন্দিন লেনদেন কার্যক্রমে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকিবেন এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৯(১)(গ) মোতাবেক মানি লন্ডারিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে এইরূপ অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত হবার সংগে সংগে শাখার মনোনীত পরিপালন কর্মকর্তার নিকট এতদ্‌সংযুক্ত পরিশিষ্ট-'গ' মোতাবেক ছকে লিখিতভাবে রিপোর্ট করিবেন (অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে লক্ষ্যণীয় বিষয়াদি পরিশিষ্ট-'খ' তে দ্রষ্টব্য)। পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত ঘটনা অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিবেন; এবং ঐ লেনদেনটি মানি লন্ডারিং এর সহিত সম্পৃক্ত হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ কারণসহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ডভূক্ত করিবেন। যদি রিপোর্টকৃত বিষয়টি মানি লন্ডারিং এর সহিত সম্পৃক্ত প্রতীয়মান হয়, তবে উক্ত ফরমটির কপিসমেত সংঘটিত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরিত হইবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট প্রাপ্ত রিপোর্টটি পরীক্ষণ ও পর্যালোচনান্তে পর্যবেক্ষণ উক্ত ফরম-গ এ রেকর্ডভূক্ত করিবে এবং ঘটনাটি বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্টকরণযোগ্য বিবেচনার ক্ষেত্রে অবিলম্বে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করিবে।

অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টকৃত হওয়ার বিষয়ে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা কোন পর্যায়েই গ্রাহক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন তথ্য ফাঁস করিবেন না, যাহাতে তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত বা বিরূপভাবে প্রভাবিত হইতে পারে।

চ) শাখার মনোনীত পরিপালন কর্মকর্তা তাঁহার নিকট রিপোর্টকৃত ঘটনাগুলির তথ্য এতদ্‌সংযুক্ত পরিশিষ্ট-ঘ মোতাবেক ছকে সমন্বিত বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করিবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট একই ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্টকৃত ঘটনাগুলির তথ্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করিবে।

ছ) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাহাদের কর্মকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করিবে।

০৩। উপরে নির্দেশিত ব্যবস্থা মোতাবেক কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট গঠন ও অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণীয় হইবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট ও শাখাসমূহের অনুসরণীয় বিশদ অভ্যন্তরীণ নির্দেশনাবলী প্রনয়ণ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০২ এর মধ্যে সম্পন্ন করিয়া অনুলিপিসহ অত্র বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে।

ইত্যবসরে অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযোজনী ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

স্বাক্ষরিত
(এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৬৫৯

পরিশিষ্ট-'ক'

গ্রাহকের পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক (Indicative) তালিকা।

প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহকের সঠিক পরিচিতি সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হইবে। এই প্রসংগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের (personal interview) উপর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। গ্রাহকের সঠিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করিবার জন্য নিম্নে তালিকাভূক্ত তথ্য ও কাগজপত্রের মধ্যে যে বর্ণনার গ্রাহকের জন্য যেইগুলি প্রযোজ্য, সেই সকল তথ্যাদিসহ অতিরিক্ত যে কোন প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে।

১। হিসাবধারী গ্রাহক ঃ

(ক) ব্যক্তিগত হিসাব ঃ

(১) নাম, (২) বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, (৩) জন্ম তারিখ, বয়স (৪) জাতীয়তা, (৫) TIN নম্বর (যদি থাকে), (৬) পাসপোর্ট বা নিয়োগকর্তা প্রদত্ত পরিচিতিপত্র অথবা ওয়ার্ড কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যনপত্র, (৭) হিসাবধারীর আলোকচিত্র (আবশ্যিকভাবে গ্রহণীয়)।

(খ) কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব ঃ

(১) ব্যক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান ঃ ট্রেড লাইসেন্স সহ হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে '১(ক)' দফায় উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি।

(২) পার্টনারশীপ ঃ পার্টনারশীপ ডিড, ট্রেড লাইসেন্স সহ অংশীদারগণের পরিচিতির বিষয়ে '১(ক)' দফায় উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি।

(৩) লিমিটেড কোম্পানী ঃ সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (resolution), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে '১(ক)' দফায় উল্লিখিথ প্রাসঙ্গিক তথ্যঅদি (কোম্পানী বা তাঁহার পরিচালকগণের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এর সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিবন্ধন দলিলাদি যে স্থান হইতে ইস্যুকৃত হইয়াছে, প্রয়োজনে তথায় যোগাযোগ করিয়া দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সমীচীন হইতে পারে)।

(গ) অন্যান্য সংগঠনের হিসাব ঃ

(১) ক্লাব/সোসাইটি ঃ অফিস কর্মকর্তাগণের বিবরণ (office bearers), বাই-লজ বা সংবিধান, রেজিস্টার্ড হইলে সরকারী অনুমোদনপত্র ইত্যাদি।

(২) সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসইটি ঃ কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (office bearers) বিবরণ, হিসাব খুলিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি।

(৩) বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ঃ গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খুলিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদি।

(৪) ট্রাষ্টি বোর্ড ঃ ডিড অব ট্রাষ্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাষ্টি বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খুলিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদি।

২। হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহক ঃ

হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহক কর্তৃক রেমিট্যান্সসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সংরক্ষণ।

পরিশিষ্ট-খ

অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে লক্ষ্যনীয় বিষয়াদির নির্দেশক (Indicative) তালিকা ঃ

গ্রাহক ঘোষিত সম্ভাব্য লেনদেনের মাত্রার (transaction profile) সংগে সংগতিহীন লেনদেনের বিষয়ে গ্রাহকের সহিত অনুসন্ধানে যদি যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবে তাহা সাধারণভাবে অস্বাভাবিক লেনদেন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

সন্দেহজনক লেনদেন বলিতে সাধারণভাবে সেই সকল লেনদেন বুঝাইবে যাহা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ধারা ২(ঠ) এর আওতাভূক্ত কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে একজন গ্রাহকের জ্ঞাত এবং আইনসিদ্ধ আয় হইতে উদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না এইরূপ লেনদেন সন্দেহজনক বলিয়া গণ্য হইবে।

১। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা পর্যায়ের জন্য প্রাসংগিক কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লিখিত হইল ঃ

১.১. কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর জ্ঞাত আয়ের সহিত সংগতিহীন অস্বভাবিক বৃহৎ অংকের লেনদেন।

১.২. গ্রাহকের সংগে সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট নয় এইরূপ অন্যান্য পক্ষের নামে বিভিন্ন গন্তব্যে অর্থ প্রেরণের অনুরোধ।

১.৩. গ্রাহকের হিসাবে ছোট ছোট অংকের বহু সংখ্যক প্রতিবারে জমার অংক ক্ষুদ্র হইলেও ক্রমপুঞ্জীত অংক বৃহৎ যাহা গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ কর্মকান্ডের সহিত সংগতিহীন।

১.৪. হিসাব খুলিবার প্রাক্কালে গ্রাহক সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানে অপারগতা/অনীহা/গড়িমসি করা।

১.৫. কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্তৃক শাখার সহিত সরাসরি যোগাযোগ প্রায়শঃই এড়াইয়া যাওয়া।

১.৬. গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ আয়ের সহিত সংগতিহীন বৃহৎমাত্রার সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়।

২। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন পরিবীক্ষণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের লক্ষ্যনীয় কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল ঃ

২.১. কোন শাখার মাধ্যমে নগদ লেনদেন বা অভ্যন্তরীন রেমিটেন্সের মাত্রার আকস্মিক অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি।

২.২. অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে অন্যান্য শাখার তুলনায় অনেক কম সংখ্যক রিপোর্ট প্রাপ্তি।

পরিশিষ্ট-গ

অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সংক্রান্ত রিপোর্টিং ফরম

সূত্র ঃ মাঃলঃপ্রঃ সার্কুলার নং-০২, তারিখ ১৭/০৭/২০০২, অনুচ্ছেদ ২(ঙ)।

----------ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান

----------শাখা

১। রিপোর্টকারী কর্মকর্তা ঃ

নাম ঃ

বিভাগ/শাখা ঃ

পদবী ঃ

২। অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের পরিচিতির তথ্য ঃ

(ক) নাম

(খ) ঠিকানা (বর্তমান ও স্থায়ী)

(গ) জন্ম তারিখ

(ঘ) জাতীয়তা

(ঙ) পাসপোর্ট নং (যদি থাকে)

(চ) টিআইএন নং (যদি থাকে)

(ছ) হিসাব নম্বর ও হিসাবের প্রকৃতি

(জ) হিসাব খোলার তারিখ

(ঝ) হিসাব খোলার বিষয়ে প্রত্যয়নকারীর (introducer) নাম ও ঠিকানা

৩। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেনের বিবরণ ঃ

ক) অর্থের পরিমাণ

খ) লেনদেনের তারিখ/তারিখসমূহ

গ) লেনদেনের প্রকৃতি

৪। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন পরিগণিত হইবার কারণ/পরিস্থিতি

৫। অন্যান্য তথ্যাদি ঃ

কর্মকর্তার স্বাক্ষর----------

সময়----------

তারিখ----------

(শাখার পরিপালন কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়)

১। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেনের ঘটনা রিপোর্টকৃত হইবার প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষনে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর প্রতিবেদন ঃ

২। রিপোর্টকৃত ঘটনাটি প্রাথমিক পর্যায়ে মানি লন্ডারিং এর আওতাভূক্ত এবং কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবরে রিপোর্টকরণযোগ্য কিনা ঃ হ্যাঁ/না।

৩। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরাবরে রিপোর্টিং তারিখ, সূত্র নং- ঃ

শাখার পরিপালন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

(কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট কর্তৃক পূরণীয়)

১। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেনের ঘটনা রিপোর্টকৃত হইবার প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর প্রতিবেদন ঃ

২। রিপোর্টকৃত ঘটনাটি মানি লন্ডারিং এর আওতাভূক্ত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে রিপোর্টকরণযোগ্য কিনা ঃ হ্যাঁ/না।

৩। বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে রিপোটিং এর তারিখ, সূত্র নং- ঃ

কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

সূত্র নং-

ফোন ও ফ্যাক্স নং-

পরিশিষ্ট-ঘ

অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক বলিয়া সনাক্ত লেনদেনের ত্রৈমাসিক বিবরণী

----------ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান

----------শাখা

----------তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সমন্বিত বিবরণী

ক্রমিক নং	রিপোর্টিং এর তারিখ	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট বরবরে ঘটনাটি রিপোর্ট করা হইয়াছে কিনা, হইলে সূত্র নং ও তারিখ	কেন্দ্রীয় পরিপিালন ইউনিট হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে ঘটনাটি রিপোর্ট করা হইয়াছে কিনা, হইলে সূত্র নং ও তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)*

মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

*৫ নং কলামটি শাখা কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে না।